দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাবির ফজলুল হক হলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ আহত ১০

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সোমবার ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে হলের কেয়ারটেকারসহ ছাত্রদলের চারজন ও ছাত্রলীগের পাঁচজন কর্মী রয়েছে। ঘটনার পর হল গেটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গত রবিবার হলে সেহরীর সময় লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

জানা গেছে, রবিবার হলের ছাত্রলীগ কর্মী কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তাজিম ইসলামের সঙ্গে সেহেরী খাওয়ার সময় লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে ছাত্রদল কর্মী শরিফের বাব বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে তাজিম অন্য ছাত্রলীগ কর্মীদে সাথে নিয়ে শরিফকে মারধর করে। ঘটনার জের ধরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা গতকাল দুপু ছাত্রলীগ কর্মী তাজিমকে তার কক্ষে একা পেয়ে হামলা চালায়। ছাত্রদলের কর্মীরা তাকে চাপাতি দি কুপিয়ে আহত করে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ক হয়। এ হামলার খবর ছাত্রলীগের অন্য হলের নেতা-কর্মীদের (১০ পঃ ৪-এর কঃ দ্র

ঢাবি'র ফজলুল ২৮

(প্রথম পৃঃ পর)

মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তারা উত্তেজিত হয়ে ছাত্রদল কর্মীদের উপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হলের বেশ কিছু কক্ষ ভাংচুর করে। এ খবর শুনে অন্য হলের ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ফজলুল হক হলে আসে। এসময় দু'দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে হল প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় আধা ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে হল কেয়ারটেকার নাছিমুল গনিসহ দু'সংগঠনের কমপক্ষে ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়।

আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের তাজিম ইসলাম, কল্লোল, জহিরুল ইসলাম, সাইমন, চঞ্চল এবং ছাত্রদলের শহীদ, শিশির, শরীফ ও রাসেল রয়েছে। আহতদের চারজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। হলে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হল গেটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় বিষয়টি সমাধানের জন্য হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকরা দু'সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক মোজাম্মেল হক সাংবাদিকদের বলেন, সামান্য বিষয়কে নিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। যথাসময়ে পুলিশের সহযোগিতা পেলে এত বড় ঘটনা ঘটত না। বিষয়টি এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসেছে। তদন্ত করে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আকা